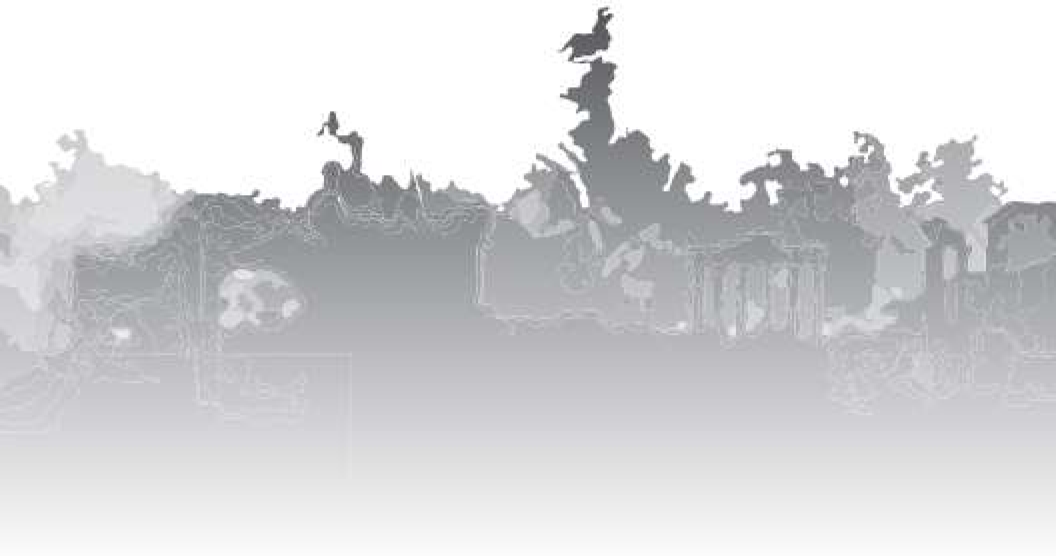

আসলাম রাহি

ক্রুসেড মোকাবিলার মহানায়ক

দ্য লিজেন্ড

সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি

ক্রুসেড মোকাবিলার মহানায়ক

দ্য লিজেন্ড

সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি

মূল : আসলাম রাহি
ভাষান্তর : মুজিব তাশফিন
সম্পাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২১
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১০০, US $ 5. UK £ 3

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

THE LEGEND
by **Aslam Rahi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

খলিফা মানসুর, হারুনুর রশিদ, মামুনুর রশিদ ও মুতাসিম বিল্লাহের পর খিলাফতে আব্বাসিয়ার প্রতিটি স্তম্ভ ও কড়িকাঠে পতনের যে ঘুণপোকা লেগেছিল, তা নিঃসাড় ও নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় খিলাফতের কাঠামো। তা দেখে লোভের লালা ঝরছিল ইউরোপীয় শৃগালদের জিহ্বা থেকে। খিলাফতের সে জীবন্ত লাশকে ছিঁড়েফেড়ে খাওয়ার জন্য সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে এশিয়ায় আসতে চাচ্ছিল মাংসাসী ক্রুসেডীয় শৃগালের পাল। কিন্তু সুলতান মালিকশাহ সেলজুকি নামের এক মুসলিম সিংহের ভয়ে সাহস করে উঠতে পারেনি তখন।

মালিক শাহের অন্তর্ধানের পর গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য হয়ে পড়ে খণ্ডবিখণ্ড, তখন সেই শৃগালের পাল সাগর পাড়ি দিয়ে এসে কামড় বসায় ইসলামি সাম্রাজ্যের কলিজায়। একে একে দখল করে নেয় বিশাল মুসলিম এলাকা। একপর্যায়ে ৪৯২ হিজরির রজব মাসে দখল করে নেয় মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিস।

সেই ঘনঘোর সময়ে সুলতান মালিক শাহের একসময়ের প্রধান সেনাপতি, পরবর্তীকালে হালাবের শাসক আক সুনকুর ওরফে কাসিমুদ্দৌলাহর ঔরসে জন্ম নেন মহান সেনাপতি আবুল মুজাফ্ফার ইমাদুদ্দিন জিনকি। সেই ইমাদুদ্দিনই সুলতান মাওদুদের সঙ্গে মিলে ক্রুসেডারদের ওপর হানেন প্রথম আঘাত। কিন্তু পরবর্তীকালে টানা ১০ বছর তাঁকে জড়িয়ে থাকতে হয় গৃহযুদ্ধের কাদায়। তবে গৃহযুদ্ধ থেকে একটু ফুরসত পেতেই তিনি পুনরায় একের পর এক আঘাত হানতে থাকেন ক্রুসেডারদের কলিজায়। উদ্ধার করতে থাকেন একের পর এক রাজ্য। উদ্ধার করেন শক্তিশালী দুর্গ ও তাদের শক্তিকেন্দ্র 'আর-রাহা'।

কাপুরুষ শৃগালরা তখন চক্রান্তের পথ ধরে শহিদ করে ফেলে সেই মহান বীরকে। তবে মৃত্যুর পুর্বে তিনি তাঁর সেই চেতনা রেখে যান তদীয় পুত্র সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুবির

মধ্যে। আর সেই চেতনাই উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করেন সর্বকালের মুসলিম উম্মাহর গর্বের ধন মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। তিনি সুদীর্ঘ ৯১ বছর পর বায়তুল মাকদিস বিজয়ের মাধ্যমে সেই শৃগালগুলোক তাড়িয়ে দেন সাগরের ওপারে। বাস্তবায়ন ঘটান সুলতান ইমাদুদ্দিনের সোনালি স্বপ্ন। ড. আলি সাল্লাবি রচিত সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি ও মহাবীর গাজী সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জীবনীও *কালান্তর প্রকাশনী* থেকে প্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্য লিজেন্ড গ্রন্থে রয়েছে মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির শিহরণ জাগানিয়া তৎপরতার বর্ণনা। গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে আপনিও যেন ইমাদুদ্দিন জিনকির একজন সিপাহি হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সেসব জিহাদের ময়দান।

ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশের ধারাবাহিকতায় এবার আমাদের প্রকাশনা—ইতিহাসবিদ ও ঔপন্যাসিক আসলাম রাহি লিখিত সুলতান ইমামুদ্দিন জিনকির জীবনী *দ্য লিজেন্ড*। বইটি অনুবাদ করেছেন মুজিব তাশফিন। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশী। এ ছাড়াও অনেকে অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। সবার পরিশ্রমকে আল্লাহ কবুল করুন।

বইয়ে কোনো প্রকার অসংগতি বা ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুবাদক, সম্পাদক বা প্রকাশক বরাবর অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে।

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

kalantorprokashoni10@gmail.com

অনুবাদকের কথা

আসলাম রাহিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। উর্দু সাহিত্যের সবগুলো পদকই তাঁর অর্জনের খাতায় যুক্ত হয়েছে। একজন খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক। পাঠকপ্রিয়তার বিচারে তাঁর অবস্থান যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

অনুবাদ করা বা ভাষান্তর করা একটি কঠিন কাজ। আর সেটা যদি হয় আসলাম রাহির মতো বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা বই, তাহলে তো সেটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

বিশ্বের সর্বত্র আজ মুসলিম সম্প্রদায় নির্যাতিত, নিপীড়িত। একমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে ফিলিস্তিন, কাশমির, আফগানিস্তান, আরাকান, বসনিয়া, চেচনিয়ার মুসলমানদের নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। শব্দ করে কান্নার অধিকারটুকুও তাদের নেই। কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের বাকশক্তি। ওরা শুধু পারে বিগলিত উষ্ণ অশ্রু আর টপকে পড়া তপ্ত লহুমিশ্রিত কালি দিয়ে হৃদয়ের ব্যথা লিখে জানাতে, অসহায়ের মতো নিষ্পলক চেয়ে থাকতে; অথচ আমরা গা ভাসিয়ে চলছি বিলাসিতায়। কবে যে আমাদের বোধোদয় হবে বোঝা বড় দায়।

কঠিন এই সময়ে প্রয়োজন ইতিহাসের পাতা উলটে দেখার। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে পথ চলার। তিক্ত হলেও সত্য যে, বাংলাভাষায় তেমন চেতনাজাগ্রতকারী, উদ্দীপনাময়ী, সাহিত্যসমৃদ্ধ ইতিহাস খুবই অপ্রতুল।

বক্ষ্যমাণ বইটি কোনো গল্প বা উপন্যাস নয়। লেখক তাঁর গতানুগতিক ধারার বাইরে নিরেট ইতিহাসের আলোকে বইটি রচনা করেছেন। ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস একাল-সেকালের সেতুবন্ধন। ইতিহাস শিক্ষা গ্রহণের উপাদান। লেখক তাঁর এ গ্রন্থে একজন মহামানব, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহ.-এর কীর্তিগাঁথা পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

অনুবাদটিকে সুখপাঠ্য করতে চেষ্টায় কোনো কমতি ছিল না। শিহরণ আর পুলকের সবটুকু নিংড়ে দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে কতটা সফল, এটা বিচারের ভার

পাঠকের। আসলাম রাহি যেহেতু একজন উঁচু মাপের সাহিত্যিক, তাই তাঁর রচনাও অতি উঁচুমানের। বইয়ের পাতায় পাঠক এর প্রমাণ খুঁজে পাবেন।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় অগ্রজ মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক ভাইকে বিরক্ত করেছি বার বার। আশাতীত ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন প্রতিবার। প্রবীণ সাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী বইটি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম কলমের ছোঁয়া বইটির অনুবাদকে করেছে প্রাঞ্জল। সর্বশেষ বইটি নিরীক্ষণ করেছেন আবুল কালাম আজাদ ভাই। রাব্বে কারিম তাঁদের লিখনীশক্তি আরও বৃদ্ধি করুন! কলমকে আরও শাণিত করুন! জাতির কল্যাণে কবুল করুন। আমিন।

আরও যারা বিভিন্নভাবে অনুবাদকর্মে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *কালান্তর প্রকাশনী*র কর্ণধার, নিরেট সাদা মনের মানুষ আবুল কালাম আজাদ ভাই যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে অনুবাদকর্মে সহযোগিতা করেছেন, তা বর্ণনাতীত।

সুসাহিত্যিক আসলাম রাহির বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার অনূদিত দ্বিতীয় বই। একজন নতুন ও শিক্ষানবিস অনুবাদক হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আমি যে পরিমাণ সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তা কল্পনাতীত। তাঁর জাজা ওপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দান করবেন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। অনুবাদকাজে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি, অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে।

সুধী পাঠক, কোথাও থমকে গেলে কিংবা গতি-স্বাচ্ছন্দ্যে ছেদ দেখলে এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে প্রকাশনী বা আমাকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মুজিব তাশফিন
mujeebtashfin@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বিচারক বাদশাহ। আইন ও রাষ্ট্র শরয়ি বিধানের অনুগামী করতে এবং করাতে ছিলেন সচেষ্ট ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর অধীনস্থদের ওপর কেউ অন্যায়-অবিচার করবে অথবা কারও ওপর বাড়াবাড়ি করবে, এ ছিল সবসময় তাঁর সহ্যের বাইরে।

সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর থাকত তাঁর কড়া দৃষ্টি। তাদের জন্য স্থাবর সম্পদ গড়ে তোলার অনুমতি ছিল না। সৈন্যদের ওপর আদেশ ছিল—কোনো অবস্থায় যেন ফসলের ক্ষতি না হয়। কৃষকদের কাছ থেকে যেন বিনিময় ছাড়া কোনো জিনিস নেওয়া না হয়। তাঁর ন্যায়বিচারের দরজা ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলিম এবং অমুসলিম সবাইকে তিনি একই চোখে দেখতেন।

একদিন এক ইয়াহুদি তাঁর কাছে এই মর্মে অভিযোগ নিয়ে আসে যে, আপনার প্রিয়পাত্র এক সেনাপতি আমার বাড়ি দখল করে নিয়েছে। ইয়াহুদি যখন অভিযোগ উত্থাপন করছিল, তখন অভিযুক্ত সেনাপতিও ছিল বাদশাহর নিকটে। সত্যিই সে ছিল একজন প্রভাবশালী এবং সুলতানের প্রিয়ভাজনদের মধ্যে অন্যতম। সুলতান তাকে সম্মানও করতেন খুব। কিন্তু ইয়াহুদির অভিযোগ শুনে তিনি তার প্রতি এমন ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকান, যেন তাঁর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল। সেনাপতি তখন চুপচাপ স্বস্থান ত্যাগ করে দখলকৃত বাড়িটি ইয়াহুদিকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জন্য একটি তাঁবু টানিয়ে নেয়।

তিনি ছিলেন বাহাদুর, ন্যায়পরায়ণ ও উদার। তাঁর বদান্যতা এবং গরিবদের প্রতি আন্তরিকতার গুণে কতিপয় ইতিহাসবিদ তাঁকে 'আবুস সাখাওয়াত' তথা 'উদারতার পিতা' উপাধি দিয়েছিলেন।

প্রতি জুমআর নামাজের পূর্বে ১০০ দিনার দান করতেন এবং অন্যান্য দিনে তার আমিরদের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ গরিব-মিসকিনসহ অপরাপর অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করিয়ে দিতেন।

দিনের দু-বারই তাঁর দস্তরখানায় উলামা, বিজ্ঞজন, বিচারক ও গরিবদের বিরাট একটি অংশ উপস্থিত থাকত। তিনি তাঁর কাজের লোকদের এই কথার ওপর সর্বদাই তাকিদ দিতেন যে, গরিব-মিসকিনদের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। তাঁর এলাকায় কেউ যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তিনি যদি কখনো কোনো দুর্ঘটনা অথবা কোনো বিপদ থেকে বেঁচে যেতেন, তাহলে তাৎক্ষণিক গরিব-মিসকিনদের মধ্যে সাদাকাহ বিতরণ করে দিতেন।

একবার তিনি ভ্রমণের ইচ্ছায় শহরের বাইরে বের হলে পথিমধ্যে তাঁর ঘোড়ার পা পিছলে যায় এবং তিনি অল্পের জন্য উপুড় হয়ে পড়া থেকে বেঁচে যান।

সুলতান তখন তাঁর ভ্রমণসাথি জনৈক সৈন্যকে ডেকে তার কানে কানে কিছু বলতেই লোকটি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে নিজ বাড়ি অভিমুখে রওনা দেয়। অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এলে সুলতান তাকে জিজ্ঞস করেন, 'কী নিয়ে এসেছ?'

সে জবাব দেয়, 'সুলতান, মাত্র ১ হাজার দিনার পেয়েছি।' তিনি তখন তার কাছ থেকে দিনারগুলো নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

বাস্তবতা ছিল—সুলতানের নিজস্ব কোনো কোষাগার ছিল না। যা পেতেন পুরোটাই গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু যখন কারও কাছ থেকে কিছু ধার করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতেন, দু-তিন দিনের ভেতরেই দ্রুত তা পরিশোধ করতেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র, কিংবদন্তি বীর, নির্ভিক ও তেজস্বী সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহ.।

সুলতান ইমাদুদ্দিন ছিলেন মুসলিম বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহ মালিক শাহ সেলজুকের প্রিয়তম সৈনিক 'আক-সুনকুর আল হাজিব' ওরফে কাসিমুদ্দৌলাহর সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন জাতিতে তুর্ক। ছিলেন সুলতান মালিক শাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আমাত্যদের অন্যতম। ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহকে মালিক শাহ সেলজুকি প্রথমে রাজপ্রাসাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এর কিছুদিন পর তাঁকে হালাবের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

কাসিমুদ্দৌলাহ 'হালাব' শহর এমন সুচারুরূপে পরিচালনা করছিলেন যে, তাঁর পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান সেলজুকি শুধু ধন্যবাদই দেননি; বরং তাঁর কপালে চুমু খান। মালিক শাহর ইনতিকালের পর তাঁর দুই ছেলে বারকিয়ারুক এবং নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। অন্যদিকে

সুলতানের ভাই তাজুদ্দৌলাহও ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। তাজুদ্দৌলাহ তখন শাম এলাকার শাসক ছিলেন। তাজুদ্দৌলাহ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে হালাব অভিমুখে বের হলে সুলতান ইমাদুদ্দিনের পিতা হালাব অধিপতি কাসিমুদ্দৌলাহ যখন দেখেন তাঁর নিকট যে ছোট বাহিনী রয়েছে, তা নিয়ে তাজুদ্দৌলাহর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা সম্ভব হবে না, তখন তিনি তাজুদ্দৌলাহর সঙ্গ দিতে রাজি হয়ে যান।

তাজুদ্দৌলাহ তাঁর সৈন্যদলসহ দ্রুত সুলতান বারকিয়ারুকের এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে বেশ কিছু এলাকা নিজের কব্জায় নিয়ে নেন। অন্যদিকে মালিক শাহর ছেলে বারকিয়ারুক; যাকে ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, তিনিও তাজুদ্দৌলাহর মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করেন।

তাজুদ্দৌলাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন এলাকা বিজয় করে যখন আজারবাইজান প্রবেশ করেন, ততক্ষণে বারকিয়ারুক তাঁর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাজুদ্দৌলাহর মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। এরপর যখন উভয় সৈন্যদল পরস্পরে মুখোমুখি হয় এবং ইমাদুদ্দিনের পিতা কাসিমুদ্দৌলাহ দেখতে পান, তাঁর মোকাবিলায় রয়েছেন তদীয় মুরব্বি সুলতান মালিক শাহ সেলজুকির ছেলে বারকিয়ারুক, তখন তাঁর অনুগ্রহকারীর ভাইয়ের পক্ষ হয়ে পুত্রের বিরোধিতায় ময়দানে নেমে আসতে তাঁর বিবেক সায় দেয়নি। তিনি তাজুদ্দৌলাহর সঙ্গ ছেড়ে বারকিয়ারুকের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

কাসিমুদ্দৌলাহ বাহিনীসহ সঙ্গ ত্যাগ করলে তাজুদ্দৌলাহর শক্তি খর্ব হয়ে আসে। সুতরাং তিনি যুদ্ধের ইচ্ছা বাদ দিয়ে বাহিনী নিয়ে দামেশকে ফিরে যান। কেননা, তিনি ছিলেন দামেশকের শাসনকর্তা।

যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে তাঁর সঙ্গত্যাগ এবং প্রতিপক্ষ বারকিয়ারুকের সঙ্গ দেওয়ার কারণে তাজুদ্দৌলাহ কাসিমুদ্দৌলাহর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাই দামেশক পৌঁছেই তিনি বিরাট আকারের যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেন।

প্রস্তুতি শেষে তাজুদ্দৌলাহ কাসিমুদ্দৌলাহ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে দামেশক থেকে হালাব অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন।

বারকিয়ারুক তাজুদ্দৌলাহর এই অগ্রযাত্রার সংবাদ পেলে কাসিমুদ্দৌলাহর সাহায্যার্থে তাঁর বড় মাপের তিনজন সেনাপতিকে হালাবের দিকে পাঠিয়ে

দেন। বারকিয়ারুক কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আমির কারবুকা, দ্বিতীয়জন তাঁর ভাই আলতুন তাশ, তৃতীয়জনের নাম ছিল বাজান।

হালাবের উপকণ্ঠে কাসিমুদ্দৌলাহ এবং তাজুদ্দৌলাহর মধ্যে বিরাট যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কিন্তু তাজুদ্দৌলাহর সৈন্যদল অপেক্ষা কাসিমুদ্দৌলাহর সৈন্যদল নিতান্তই ছোট্ট ছিল; বিধায় যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হন এবং কাসিমুদ্দৌলাহসহ উক্ত সেনাপতিত্রয়ও তাজুদ্দৌলাহর বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে যান।

বলা হয়, যখন কাসিমুদ্দৌলাহকে তাজুদ্দৌলাহর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তাজুদ্দৌলাহ তাঁকে করে প্রশ্ন করেন,

'যুদ্ধে তুমি বিজয় লাভ করলে আমার সঙ্গে কী আচরণ করতে?'

কাসিমুদ্দৌলাহ ভীতু ছিলেন না! তিনি তাৎক্ষণিক বুকটান করে উঁচু আওয়াজে বলেন, 'আমি তোমাকে হত্যার আদেশ দিতাম, যাতে ফিতনা-ফ্যাসাদের গোড়া কর্তন হয়ে যায়।'

জবাব শুনে তাজুদ্দৌলাহ বলেন, 'আমিও তোমার ব্যাপারে একই আদেশ দিলাম।' এভাবেই তিনি কাসিমুদ্দৌলাহকে হত্যা করে ফেলেন।

কাসিমুদ্দৌলাহর হত্যার সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মাঝামাঝি ছিল। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতার সঙ্গে তিনিও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর পিতা পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়, তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন।

ছোট্ট ইমাদুদ্দিন তখন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে হালাব থেকে পলায়ন করে সোজা সুলতান বারকিয়ারুকের দরবারে চলে আসেন।

বারকিয়ারুক তাঁর মাথায় অনুগ্রহের হাত রাখেন এবং তাঁকে আপন সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর সুলতান বারকিয়ারুক এবং দামেশক অধিপতি তাজুদ্দৌলাহর মধ্যে বেশ কবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। প্রথমদিকে তাজুদ্দৌলাহর পাল্লা ভারি ছিল। কিন্তু সবশেষে 'রায়' শহরের নিকটে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে বারকিয়ারুকের কাছে তাজুদ্দৌলাহর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। খোদ তাজুদ্দৌলাহ নিজেও গ্রেপ্তার হন।

তখন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর ভক্ত জনৈক সৈনিক কাসিমুদ্দৌলাহর হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাজুদ্দৌলাহকে হত্যা করে ফেলে।

সুলতান বারকিয়ারুক এবং তাজুদ্দৌলাহর মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংগঠিত হয়, সবগুলোতেই ইমাদুদ্দিন জিনকি সুলতান বারকিয়ারুকের সঙ্গ দেন। তাজুদ্দৌলাহ মারা যাবার পর তার পুত্র রিজওয়ান শামের শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুন্দর মনের অধিকারী একজন মানুষ। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তিনি বারকিয়ারুকের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সুলতান তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা এলাকাসহ হালাবও তাঁর শাসনে ফিরিয়ে দেন, যাতে তিনি খুশি হয়ে যান।

সুলতান বারকিয়ারুক তখন রিজওয়ানকে বলেন, 'তোমার পিতা আমার বড় মাপের দুজন সেনানায়ক কারবুকা এবং আলতুন তাশ এবং বাজানকে গ্রেপ্তার করে কয়েদখানায় বন্দি করে রেখেছিলেন। আমি চাই তাদের মুক্তি দেওয়া হোক।' সুলতান বারকিয়ারুকের এই আদেশ পাওয়ামাত্র শামের নতুন শাসক রিজওয়ান তাদের মুক্ত করে দেন।

কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েই কারবুকা একটি বিরাট কাজ করেন। তিনি ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কয়েদখানা থেকে মুক্ত হওয়ার পর একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেন এবং যথাক্রমে হাররান ও মসুলের ওপর আক্রমণ করে শহর দুটো দখল করে নেন।

তাঁর এই কৃতিত্বে মুগ্ধ সুলতান বারকিয়ারুক তাঁকে মসুলের অধিপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যেহেতু কারবুকা ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর পুরানো বন্ধু, তাই তিনি সুলতান সমীপে অনুরোধ করেন—ইমাদুদ্দিনকে যেন তাঁর নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়, যাতে তিনি নিজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করতে পারেন।

সুলতান বারকিয়ারুক আমির কারবুকার এই ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইমাদুদ্দিনকে কারবুকার নিকট সোপর্দ করে দেন।

কারবুকা ইমাদুদ্দিনের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং জীবনধারণের ব্যবস্থাস্বরূপ তাঁর নামে কিছু জায়গিরও বরাদ্দ করে দেন।

এভাবেই কারবুকা উত্তম পদ্ধতিতে বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। আমির কারবুকার একনিষ্ঠ আন্তরিকতা, স্নেহমমতা এবং অভিভাবকত্বের ছোঁয়ায় ইমাদুদ্দিন নিজের আলোকিত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করে নেন। একপর্যায়ে আমির কারবুকা স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন আমেল শহরে আক্রমণ করেন, তখন তিনি ইমাদুদ্দিনকে তাঁর সৈন্যের একটি অংশের সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এটাই ছিল কোনো যুদ্ধে দায়িত্বশীল হয়ে অংশগ্রহণ করা ইমাদুদ্দিনের প্রথম অভিজ্ঞতা। উক্ত যুদ্ধে তিনি এমন দুঃসাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর বীরত্ব এবং সাহসের প্রশংসা করতে থাকে।

বলা হয়, ওই যুদ্ধে আমির কারবুকা এবং ইমাদুদ্দিন শত্রুকে এমন নির্মমভাবে পরাজিত করেন যে, কারবুকা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে স্বীয় সৈন্যদল থেকে পৃথক হয়ে যান এবং শত্রুর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। সেই নাজুক মুহূর্তে যখন কারবুকার মাথার ওপর মৃত্যু চক্রাকারে ঘুরছিল, আচমকা ইমাদুদ্দিন ক্ষিপ্রগতিতে কারবুকার সাহায্যে সেখানে পৌঁছে যান এবং তাঁর অধীন সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, তাদের কচুকাটা করে সামনে এগিয়ে কারবুকাকে শত্রুর বেষ্টনী থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসেন।

এরপর তাঁর উৎসাহ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে আমেল শহরে হামলা করে শহরপ্রাচীরের একটা অংশ ভেঙে শত্রুদের যাবতীয় প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে প্রাচীর-শীর্ষে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে নেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কারবুকা এবং সুলতান বারকিয়ারুকের দৃষ্টিতে ইমাদুদ্দিনের মর্যাদা ও সম্মান পূর্বের থেকে কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

কালের নিদারুন পরিহাস, কিছুদিন পর আমির কারবুকা ইনতিকাল করেন। তাঁর পরে মুসা তুর্কিমানি মসুলের শাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনিও এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এবং জারকামিশ নামের জনৈক সেনাপতি মসুলের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। মসুলের নতুন শাসক জারকামিশ পূর্ব থেকেই ইমাদুদ্দিনকে পছন্দ করতেন এবং নিজ সন্তানের মতো তাঁকে আদর ও মর্যাদা দিতেন। আমির জারকামিশ মসুলের শাসনভার গ্রহণ করামাত্রই তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে ইমাদুদ্দিনের বিয়ে করিয়ে দেন এবং একটি দামি জায়গিরও তাঁর নামে বরাদ্দ করেন। এ সময় ইমাদুদ্দিনের সবচেয়ে